বণিকবার্তা
সমৃদ্ধির সহযাত্রী

ঢাকা, বৃহস্পতিবার ১ ডিসেম্বর ২০১১, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৮

ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির সেমিনারে বক্তারা : নতুন ব্যাংক প্রয়োজন নেই

নিজস্ব প্রতিবেদক

দেশে নতুন কোনো ব্যাংকের প্রয়োজন নেই। দেশে বর্তমানে রাষ্ট্রায়ত্ত ও বেসরকারি ব্যাংক মিলে যে কয়টি ব্যাংক আছে তা অর্থনীতির বিচারে যথেষ্ট বলে মনে করেন দেশের অর্থনীতিবিদরা। তাদের মতে, নতুন ব্যাংক হলে সুদের হার বাড়বে, মূল্যস্ফীতিকেও বাড়িয়ে দেবে। এটা সামগ্রিক অর্থনীতিকে আরও চাপে ফেলবে। গতকাল ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির বিজনেস ক্লাব আয়োজিত ''স্ট্রেস অব ম্যাক্রোইকোনমিকস, হাউ টু ক্লিন আপ' শীর্ষক আলোচনা অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন বক্তারা। অনুষ্ঠানে বলা হয়, এমনিতেই অর্থনীতিতে যে চাপ রয়েছে সেগুলো কমাতে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি কমানো, সরকারের ব্যাংক ঋণ কমানো, ভর্তুকি কমিয়ে আনা জরুরি। শেয়ারবাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ কিংবা বৈদেশিক সংস্থার মাধ্যমে অর্থায়ন করে কুইক রেন্টাল খাতে অর্থায়ন করা যেতে পারে। এ ছাড়া বহুপাক্ষিক ফোরাম গঠনের মাধ্যমে ট্রানজিট ইস্যুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া যেতে পারে। আলোচনায় প্রধান অতিথি ছিলেন তত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা ড. আকবর আলি খান। বক্তব্য রাখেন তত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা এবিএম মির্জা আজিজুল ইসলাম, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সাধারণ অর্থনীতি বিভাগের সদস্য শামসুল ইসলাম, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্কুলের পরিচালক অধ্যাপক মামুনুর রশীদ, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য ড. গোলাম সামদানি ফকির প্রমুখ।

ড. আকবর আলি খান বলেন, অর্থমন্ত্রীর অনেক ভুল পদক্ষেপের মধ্যে নতুন ব্যাংক গঠনের সিদ্ধান্তও একটি ভুল পদক্ষেপ। নতুন ব্যাংক স্থাপনের মাধ্যমে ব্যাংকগুলোর মধ্যে অহেতুক প্রতিযোগিতা বাড়বে। ফলে আমানত বাজারে সুদের হার বাড়বে। এতে প্রদানকৃত সুদের হার এবং আমানতের সুদের হারের মধ্যে পার্থক্য বাড়বে।

বর্তমানে সামগ্রিক অর্থনৈতির চাপের জন্য অর্থমন্ত্রীর অবাস্তব এবং অস্বচ্ছ বাজেট প্রণয়নই দায়ী করেছেন আকবর আলি খান। তিনি বলেন, অর্থমন্ত্রী পেশকৃত বাজেটে বর্ণিত প্রজেকশনগুলো বাস্তবায়নযোগ্য নয়। সরকারের বাজেট প্রণয়নে পাবলিক মতামতকে উপেক্ষা করা ছাড়াও তিনি তার বাজেটে তথ্য প্রদানে অস্বচ্ছতার পরিচয় দিয়েছেন। ফলে কোনো ভিশন নিয়ে সরকার এগোতে পারছে না। এতে সরকার জনগণের কাছে নির্বাচনী ওয়াদা পূরণ করতে পারছে না, এ জন্য জনগণ সরকারে ওপর আস্থা হারাচ্ছে বলে জানান তিনি।

এবিএম মির্জা আজিজুল ইসলাম সামগ্রিক অর্থনীতির চাপের বিষয়ে বলেন, উচ্চ মূল্যস্থিতি, বৈদেশিক মুদ্রার হারের অবনমন, অস্থিতিশীল শেয়ারবাজার এবং সুদের হারের ঊর্ধ্বমুখিতার কারণেই বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতি চাপের মুখে রয়েছে। শেয়ারবাজার স্থিতিশীল করতে ক্ষতিপূরণ স্থায়ী কোনো সমাধান নয় বলে জানান তিনি। তিনি বলেন, সরকার এ কাজটি করলে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে একপেক্টেশন বেড়ে যাবে। ফলে তারা বাজারের ফান্ডামেন্টাল বিষয়গুলো না বুঝে বিনিয়োগ করবে। এতে স্থায়ী কোনো সমাধান আসবে না।